মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

১

বাংলার মা-মাটি-মানুষ আরও একবার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উপর তাদের পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। এই সরকারের উন্নয়নের জোয়ারের প্রতি বাংলার মানুষ বিপুল সমর্থন জানালেন। এই মহতী সদনে দাঁড়িয়ে সেই অসংখ্য মানুষকে ধন্যবাদ জানাই ও সেলাম জানাই। আগামী দিনে আমাদের উন্নয়নের অঙ্গীকারকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আমাদের প্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপামর মানুষের জন্য কাজ করার যে অদম্য উৎসাহ, তা ফুটে উঠেছে এই সুন্দর উর্দু শ্যের এ —

ম্যায় বুরে হালাত কে তুফানো সে ঘাব্‌রাতা নেহি
মুঝকো আপনে হোঁসলো পর্‌ বেতাহাসা নাস্‌ হ্যায়

এই বাজেট পেশ করতে গিয়ে শুরুতেই আমি সব রাজনৈতিক দলের মাননীয় সদস্যদের শুভেচ্ছা জানাই।

নমস্কার, নমস্তে, আসসালাম-ও-আলাইকুম।

বামফ্রন্ট সরকারের নেওয়া ঋণের বিপুল বোঝা ও একটি অসহনীয় ঋণের ফাঁদ মাথায় নিয়েও প্রথম পাঁচ বছরেই এই রাজ্য সরকার উন্নয়নের বিশাল কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে এবং নতুন-নতুন মাইলস্টোন ছুঁয়েছে।

রাজ্য শাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য সারা দেশের তুলনায় উন্নয়নের এক নতুন মাত্রা (বেঞ্চমার্ক) যোগ করেছে। অন্য অনেক রাজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগের অনুকরণে কাজ করতে চাইছে, যার কয়েকটি হল কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, খাদ্যসাথী, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, আর্থিক ও রাজস্ব ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স ইত্যাদি। জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সরকারের নজিরবিহীন উদ্যোগ দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ জ্যঁ ড্রেজ (Jean Dreze), যিনি অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের সঙ্গে যৌথভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন, তিনি ৬টি রাজ্যের উপর গবেষণা করে বাংলার খাদ্যসাথী প্রকল্পের বিষয়ে জুন, ২০১৬ তে এই মন্তব্য করেছেন, "We were quite curious about Bengal as there were no detailed story about PDS in Bengal.... we were happily surprised to find out that it is working pretty well. PDS was really bad in Bengal but it is certainly [doing] enormously well now. Exclusion errors were also relatively few."

এখন লক্ষ্য হল বাংলাকে সারা দেশের মধ্যে সর্ববিষয়ে প্রথম স্থানে নিয়ে যাওয়া।

আর্থিক ক্ষেত্রেও আমাদের রাজ্য দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১৫-১৬ তে রাজ্য পরিকল্পনা বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ ৫৩,০১০ কোটি টাকা, যা বিগত বছরের প্রকৃত ব্যয়কে শুধু ৩৪.৪০ শতাংশ ছাড়িয়েই যায়নি, রাজ্য পরিকল্পনা বাজেটের মোট পরিমাণকেও (বাজেট এস্টিমেট-৪৯,৫০৭ কোটি) ছাপিয়ে গেছে। এটা একটা সর্বকালীন রেকর্ড।

একইভাবে ২০১৫-১৬ সালের মূলধনী ব্যয় ১৫,৯৪৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ২০১৪-১৫ সালের মূলধনী ব্যয়-এর থেকে ৬১ শতাংশ বেশি এবং ২০১০-১১ সালের মূলধনী ব্যয়ের **৭ গুণ বেশি**।

এই রাজ্যে পরিকল্পনা ব্যয় ও মূলধনী ব্যয়ের অভাবনীয় বৃদ্ধি হয়েছে এবং এর মাধ্যমে GSDP বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। GSDP-র বর্তমান মূল্যমান ২০১০-১১ সালে ছিল ৪,৬০,৯৫৯ কোটি টাকা যা **দ্বিগুণ বৃদ্ধি** পেয়ে ২০১৫-১৬ সালে হয়েছে ৯,২০,০৮৩ কোটি টাকা।

এটিও উল্লেখযোগ্য যে ২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০১৫-১৬ সালের রাজ্য রাজস্ব কর (State Tax Revenue) **দ্বিগুণ বৃদ্ধি** পেয়ে ২১,১২৮.৭৪ কোটি টাকা থেকে ৪২,৯১৯.৬৬ কোটি টাকা হয়েছে।

সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও এই পাঁচ বছরে সরকার একটি নজির সৃষ্টি করেছে। আর্থিক ঘাটতি (Fiscal Deficit) ২০১০-১১ সালে ছিল ৪.২৪ শতাংশ, সেটি আমরা ২০১৫-১৬ সালে কমিয়ে এনেছি ২.৬৮ শতাংশে। রাজস্ব ঘাটতি (Revenue Deficit) ২০১০-১১ সালে যেখানে ছিল ৩.৭৫ শতাংশ, ২০১৫-১৬ সালে তা আমরা কমিয়ে এনেছি ১.০৩ শতাংশে। এই সাফল্য সত্যিই অভাবনীয়, যেহেতু রাজ্যের উপর রয়েছে বিপুল ঋণের বোঝা।

সামাজিক ক্ষেত্রে ২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০১৫-১৬ সালে রাজ্য পরিকল্পনা ব্যয় **সাড়ে চার গুণ বৃদ্ধি** পেয়েছে (৩১,১৭৬.৩৮ কোটি)। কৃষি ও কৃষিনির্ভর ক্ষেত্রগুলিতে পরিকল্পনা ব্যয় ২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০১৫-১৬ সালে **সাত গুণ বৃদ্ধি** পেয়েছে (২১,২২৪.৬১ কোটি)। পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেও উন্নয়ন ব্যয় ২০১০-১১ সালের তুলনায় ২০১৫-১৬ সালে **চার গুণ বৃদ্ধি** পেয়েছে (৭৩১০.৫৮ কোটি)।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩১.০৩.২০১৬ পর্যন্ত ১,১৩,১০৪.৯৬ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে, যার মধ্যে ৯৪,৫৩৩.৫২ কোটি টাকা শুধু আগের সরকারের ঋণ শোধ করার জন্য ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ এই সরকার বিগত ৫ বছরে অতিরিক্ত মাত্র ১৮,৫৭১.৪৪ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে, যা বার্ষিক গড়ে দাঁড়ায় মাত্র ৩,৭১৪.২৮ কোটি টাকা।

৩

উন্নয়নের নতুন নজির

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই মহান সদনে অন্তর্বর্তী বাজেট বক্তৃতায় আমি রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাফল্যের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছিলাম। আপনাদের মূল্যবান সময়ের কথা ভেবে এবং পুনরাবৃত্তি না করার জন্য আমি আবার সেগুলির উল্লেখ করছি না।

কিন্তু এই সরকারের প্রথম ৫ বছরের সীমিত সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নজিরবিহীন সাফল্য এবং অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটেছে সেগুলি উল্লেখ করা আমার বিশেষ কর্তব্য।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মাত্র ৫ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত প্রসবের হার ৬৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯০ শতাংশে এসে পৌঁছেছে (Institutional delivery)। শিশুমৃত্যুর হারও কমে ৩১ থেকে ২৭ হয়েছে।

কৃষির ক্ষেত্রেও ২০১৫-১৬ সালে রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে ১৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও গুদাম তৈরির ক্ষেত্রেও অভাবনীয় সাফল্য এসেছে। খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের পরিমাণ ৬২০০০ মেট্রিক টন (২০১০-১১) থেকে বেড়ে ৫ লক্ষ ৬২ হাজার মেট্রিক টন (২০১৫-১৬) হয়েছে, যা **৯ গুণেরও বেশি**। ২০১৫ সালে বন্যাপীড়িত ৩০ লক্ষ কৃষক পরিবার মাত্র ৩ মাসের মধ্যে ১০২৫ কোটি টাকা সহায়তা পেয়েছেন। তাদের পাশে এই দুর্দিনে দাঁড়াতে পেরে আমরা ধন্য।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ২০১০-১১ সালে যেখানে ঋণ প্রদানের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকারও কম, সেখানে ২০১৫-১৬ সালে ঋণ প্রদানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৮৪.০৭ কোটি টাকায়— যা প্রায় **পাঁচ গুণেরও বেশি**। সকল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ও তাদের পরিবারকে 'স্বাস্থ্য-সাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্ঘটনা বিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনা হয়েছে।

প্রায় ২ লক্ষের কাছাকাছি পরিবার এ পর্যন্ত রাজ্য সরকার গৃহীত গীতাঞ্জলি আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন।

গ্রামীণ রাস্তার ক্ষেত্রে ১০০০০ কিমি-রও বেশি রাস্তা উন্নতিকরণ ও নির্মাণ হয়েছে যা নজিরবিহীন। আরও ১০৬৬৩ কিমি রাজ্য ও ন্যাশনাল হাইওয়ের উন্নতিকরণ এবং নির্মাণ হয়েছে। এও এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

'সবার ঘরে আলো' প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১০০ শতাংশ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ হয়েছে।

পরিবহণ ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ১৫০০ নতুন সরকারি বাস, ১৫০০০ Non refusal ট্যাক্সি এবং ৪০০০ টি নতুন রুটের পারমিট দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের পরিষেবার ক্ষেত্রেও একটি দৃষ্টান্ত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'লোকপ্রসার প্রকল্প'-এর অধীনে ৭৮০০০-এরও বেশি লোকশিল্পীকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সিনেমা এবং টেলিভিশন শিল্পীদের গ্রুপ মেডিক্যাল বিমার আওতায় আনা হয়েছে।

১০০ দিনের কাজের অধীনে (MNREGA) ১৮,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৫ লক্ষ জনদিবস তৈরি করা হয়েছে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যপ্রকল্পের ক্ষেত্রে নদীয়া জেলা দেশের মধ্যে প্রথম 'মুক্ত শৌচহীন' (Open Defection Free) জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জনস্বার্থে এই অসাধারণ কাজের নজিরকে United Nations-এর পক্ষ থেকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে যার ফলে বাংলা গর্বিত। আমরা আরও গর্বিত এই জন্য যে দেশের প্রথম ৪টি জেলার মধ্যে ৩টি জেলা আমাদের রাজ্যেই— নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলী।

আমাদের প্রধান লক্ষ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। আপনারা জানেন যে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প। এই শিল্পগুলিতে সর্বাধিক labour-output elasticity হয় এবং বিপুলভাবে এগুলি labour intensive। এই পরিপ্রেক্ষিতে MSME সেক্টরে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে MSME সেক্টরের Bank funding উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক (১ লক্ষ ৯৩৯ কোটি)। Bank funding যত বেশি হয়েছে, বিনিয়োগও সেই তুলনায় বেড়েছে এবং তার ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

বড় ও মাঝারি শিল্পের কথা মাথায় রেখে এই রাজ্যে বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগের জন্য আমরা দু'বার সাফল্যের সঙ্গে Bengal Global Business Summit-এর আয়োজন করেছি। ভারতের স্বনামধন্য শিল্পোদ্যোগীরা এই Summit-এ বিনিয়োগ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং ৩১টি দেশের শিল্পপতিরা এই সামিটে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এই মহতী উদ্যোগের থেকে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাচ্ছে।

উন্নত জন পরিষেবার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। যেমন—নতুন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ, নতুন উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ, নতুন শিশু উন্নয়ন বিভাগ এবং নতুন সেরিকালচার বিভাগ, আলিপুরদুয়ার (নতুন জেলা), ৫ টি নতুন পুলিশ কমিশনারেট, ৮৯ টি নতুন থানা, ৬৫ টি মহিলা থানা, ৮ টি উপকূলীয় থানা, ৮৮ টি Fast Track Court, যার মধ্যে ৫১ টি মহিলা কোর্ট, ১ টি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও ৩ টি নতুন পৌরসভা, এছাড়াও ৫ টি নতুন ডেভলপমেন্ট অথরিটি গঠিত হয়েছে। সুশাসন এবং গতিশীল পরিষেবা প্রদানই এই সরকারের পরিচয়।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এপর্যন্ত ১২৭ টি প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত Administrative Calender প্রস্তুতি সারা দেশে অনুসরণ করা হচ্ছে।

৪

২০১৬-১৭ সালের জন্য বাজেট বরাদ্দ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রধান দপ্তরগুলির পরিকল্পনাখাতে বরাদ্দ সংক্ষেপে পেশ করছি, যা আপনার অনুমতিসাপেক্ষে পড়া হল বলে ধরে নিচ্ছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি আর্থিক ও কর নীতির সংস্কারের প্রস্তাব (১২নম্বর পাতা) থেকে পড়া শুরু করছি।

৪.১। **কৃষি ও কৃষিজ বিপণন বিভাগ** (Agriculture & Agricultural Marketting Department)

আমি কৃষি বিভাগের খাতে ১৭২৮.০০ কোটি টাকা ও কৃষিজ বিপণন দপ্তরের খাতে ২৮৫.৩৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২। **খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ** (Food & Supplies Department)

আমি খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের খাতে ২৪৮.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩। **খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ** (Food Processing Industries & Horticulture Department)

আমি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের খাতে ১৫২.৪০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৪। **প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ** (Animal Resources & Development Department)

আমি প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের খাতে ৪৯৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৫। **মৎস্য বিভাগ** (Fisheries Department)

আমি মৎস্য বিভাগের খাতে ২৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৬। **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ** (Panchayat & Rural Development Department)

আমি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের খাতে ১০,৬৫২.৬৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৭। **সেচ ও জলপথ বিভাগ** (Irrigation & Waterways Department)

আমি সেচ ও জলপথ বিভাগের খাতে ২,২৭৭.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৮। **বন বিভাগ** (Forest Department)

আমি বন বিভাগের খাতে ৩০৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৯। **জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ** (Water Resources Investigation & Development Department)

আমি জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের খাতে ৬৭৩.৭০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১০। **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ** (Health & Family Welfare Department)

আমি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের খাতে ২,৯৯৯.২২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১১। **বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ** (School Education Department)

আমি বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের খাতে ৯,০০০.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১২। **উচ্চশিক্ষা বিভাগ** (Higher Education Department)

আমি উচ্চশিক্ষা বিভাগের খাতে ৪৫৬.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৩। **কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ** (Technical Education & Training Department)

আমি কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের খাতে ৭২৯.১৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৪। **নারী বিকাশ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ এবং শিশু বিকাশ বিভাগ** (Department of Women & Social Welfare and Child Development Department)

আমি নারী বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের খাতে ১০০০.০০ কোটি টাকা এবং শিশু কল্যাণ বিভাগের খাতে ৩১৪৭.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৫। **শ্রম বিভাগ** (Labour Department)

আমি শ্রম বিভাগের খাতে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৬। **ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগ** (Sports and Youth Services Department)

আমি ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের খাতে ৪১৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৭। **তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ** (Department of Information & Cultural Affairs)

আমি তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের খাতে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৮। **স্বরাষ্ট্র বিভাগ** (Home Department)

আমি স্বরাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগের খাতে ৬৮১.২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.১৯। **বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ** (Disaster Mangement Department)

আমি বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের খাতে ১২১.১২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২০। **অগ্নিসুরক্ষা ও জরুরী পরিষেবা বিভাগ** (Fire & Emergency Services Department)

আমি অগ্নিসুরক্ষা ও জরুরী পরিষেবা বিভাগের খাতে ১০৩.৮৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২১। **পানীয়জল/জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগ** (Public Health Engineering Department)

আমি পানীয়জল/জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের খাতে ১,৬৩০.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২২। **পরিবহন বিভাগ** (Transport Department)

আমি পরিবহন বিভাগের খাতে ৫০১.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২৩। **পূর্ত বিভাগ** (Public Works Department)

আমি পূর্ত বিভাগের খাতে ২৬১৮.১১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২৪। **ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ** (Land & Land Reforms Department)

আমি ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের খাতে ১৩০.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২৫। **বিদ্যুৎ ও এন.ই.এস. বিভাগ** (Power & NES Department)

আমি বিদ্যুৎ ও এন.ই.এস. বিভাগের খাতে ১৪৯৮.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২৬। **পৌর বিষয়ক ও নগর উন্নয়ন বিভাগ** (Municipal Affairs and Urban Development Department)

আমি পৌর বিষয়ক বিভাগের খাতে ৩০০০.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। আমি নগর উন্নয়ন বিভাগের খাতে ২২০৭.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২৭। **আবাসন বিভাগ** (Housing Department)

আমি আবাসন বিভাগের খাতে ৮৭০.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২৮। **সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ** (Minority Affairs and Madrasah Education Department)

আমি সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের খাতে ২৫০০.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.২৯। **অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ এবং উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ** (Backward Class Welfare & Tribal Development Department)

আমি অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ বিভাগের খাতে ৫৪০.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। আমি উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের খাতে ৬৫০.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩০। **স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ** (Self-Help Group & Self Employment Department)

আমি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের খাতে ৪৯৮.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩১। **উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ** (North Bengal Development Department)

আমি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের খাতে ৫১৭.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩২। **সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ** (Sundarban Affairs Department)

আমি সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের খাতে ৪১৫.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩৩। **পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ** (Paschimanchal Unnayan Affairs Department)

আমি পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের খাতে ৩৬০.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩৪। **অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগ** (Micro, Small & Medium Enterprises & Textile Department)

আমি অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগের খাতে ৭১৬.২৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩৫। **বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ** (Commerce & Industries Department)

আমি বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের খাতে ৭৪৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩৬। **পর্যটন বিভাগ** (Tourism Department)

আমি পর্যটন বিভাগের খাতে ২৯৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৪.৩৭। **তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগ** (IT & Electronics Department)

আমি তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগের খাতে ১৮১.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

৫

আর্থিক ও কর নীতির সংস্কার

মাননীয় সদস্যগণ, দেশব্যাপী আর্থিক মন্দার পরিস্থিতি সত্ত্বেও, উল্লেখযোগ্য রাজস্ববৃদ্ধির কারণেই, রাজ্যের প্রধান প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে অনেক বেশি ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থার সংস্কার, যেমন প্রশাসনিক দপ্তরগুলির হাতে অধিক আর্থিক ক্ষমতা প্রদান, আর্থিক উপদেষ্টা নিয়োগের সূচনা এবং ইন্টিগ্রেটেড ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করার ফলে সম্পদের যথার্থ সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

সংস্কারের কর্মসূচিকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে এবং ব্যবসা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকে আরও সহজ ও সুবিধাজনক করার লক্ষ্যে আমি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের প্রস্তাব রাখছি—

(১) আয়যুক্ত ও মজুরিপ্রাপকদের বৃত্তি করে সুবিধা প্রদান ঃ

স্যার, বিগত বাজেটগুলিতে আমরা নিম্ন আয়যুক্ত ও মজুরিপ্রাপকদের জন্য বৃত্তি কর (Professional Tax) ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা প্রতিমাসে ২০১০-১১ সালের মাত্র ৩০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০১৪-১৫ সালে ৮৫০০ টাকা করেছিলাম। এখন এই ঊর্ধ্বসীমা আরও বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব রাখছি। এতে আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের সুবিধা হবে।

(২) আপিল ফাইলিং-এর আর্থিক সীমা বৃদ্ধি ঃ

মাননীয় সদস্যগণের মনে থাকতে পারে আমার বিগত বাজেটে আমি বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলাম যার ফলে VAT সংক্রান্ত অনেক পুরানো আইনি জটিলতা যথেষ্ট কমিয়ে আনা গেছে। এই ব্যবস্থার ফলে অনেক রাজস্ব আদায় করাও সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোট অডিট-এর সংখ্যা যেখানে ২ লাখ ছিল, তা কমে হয়েছে ২০,০০০। এছাড়াও এই সরকারের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে ৮০০০-এর বেশি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।

আপিল মামলার সংখ্যা আরও কমিয়ে আনার জন্য আমি একটি প্রস্তাব রাখছি। যেখানে বিতর্কিত রাজস্বের পরিমাণ ১ লক্ষের কম, সেইসব ক্ষেত্রে সরকার আর মামলা করবে না। এর ফলে হাজার হাজার করদাতা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনিই সরকারের পরিচালন ব্যয়ও (Administrative Cost) অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।

(৩) উৎসে কর কেটে নেওয়ার সহজ ব্যবস্থা (TDS) ঃ

স্যার, ওয়ার্কস কন্ট্রাক্ট নেওয়ার জন্য 'VAT' আইন অনুযায়ী TDS Certificate জমা দেওয়ার কথা। এর ফলে অনেক দেরি হয় এবং অযথা করদাতার ঝামেলা বাড়ে।

আমি এই TDS Certificate ম্যানুয়ালি জমা করার ব্যবস্থাটাই তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করছি। তার জায়গায় করদাতা অন-লাইনে TDS Certificate যাতে পেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করছি। এই পদক্ষেপের জন্য হাজার হাজার করদাতা উপকৃত হবেন।

(৪) রাজ্যে চা শিল্পগুলির জন্য সহায়তা ঃ

স্যার, রাজ্যের চা-শিল্প এবং চা-বাগান শ্রমিকদের স্বার্থে আমি আরও ১ বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও এডুকেশন-সেস মকুবের প্রস্তাব দিচ্ছি।

(৫) আপিল কেস মীমাংসার সময়সীমা হ্রাস ঃ

স্যার, বর্তমানে VAT সংক্রান্ত আপিল কেসগুলির ক্ষেত্রে নিষ্পত্তির সময়সীমা ১ বছর। মামলাগুলির আরও দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আমি সময়সীমা ১ বছর থেকে কমিয়ে ৬ মাস করার প্রস্তাব দিচ্ছি।

(৬) শিল্প উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প ঃ

স্যার, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্প উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্পের অধীনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ ২০১৬ সালের ৩১ শে মার্চ শেষ হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র শিল্পকে উৎসাহিত করতে, আমি প্রস্তাব করছি এই সুবিধা ১ লা এপ্রিল, ২০১৬ থেকে আরও ৩ বছরের জন্য পাওয়া যাবে।

(৭) **Settlement Commission :**

স্যার, পড়ে থাকা VAT/Sales Tax সংক্রান্ত বিবাদগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আমরা একটা Settlement Commission তৈরি করেছিলাম। এই সব পুরানো মামলা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার ফলে, এখন এই Settlement Commission-এর আর প্রয়োজন নেই। আমি ২০১৬ সালের ১লা জুলাই থেকে এই Settlement Commission টি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

৬

উন্নয়নের নতুন উদ্যোগ

১। উচ্চশিক্ষায় উৎসাহ দান

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, রাজ্যের গরীব মানুষদের উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ের বোঝা কমানোর জন্য আমি 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস্ স্কলারশিপ'-এ বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব দিচ্ছি। যার ফলে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা আরও বেশি করে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেতে পারবে।

আমি ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে এই খাতে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এর মাধ্যমে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, কারিগরী শিক্ষা এবং সাধারণ ডিগ্রি কোর্সে পড়তে ইচ্ছুক রাজ্যের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার আরও সুযোগ পাবে।

২। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং স্কুলগুলিতে ই-ক্লাসরুম (e-classroom)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার ও গবেষণার লক্ষ্যে Virtual Classroom ব্যবস্থার প্রস্তাব দিচ্ছি। প্রস্তাবিত ক্লাসরুমগুলিতে হাই-স্পিড ইন্টারনেট সম্বলিত, হাই-এন্ড কম্পিউটারের ব্যবস্থা থাকবে। যার মাধ্যমে দেশের ও বিশ্বের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ছাত্র-ছাত্রীরা জানার সুযোগ পাবে। এই উদ্দেশ্যে আমি প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ৭৩২টি ভারচুয়াল ক্লাসরুম এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ২০০০ টি ভারচুয়াল ক্লাসরুম তৈরির প্রস্তাব দিচ্ছি।

আমি এই উদ্দেশ্যে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব দিচ্ছি।

৭

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবং এই মহতী সদনে সকল মাননীয় সদস্যগণের সামনে আমি ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের জন্য পরিকল্পনা খাতে ৫৭,৯০৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল জনগণের, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই অর্থবর্ষে যেখানে আমাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য ছিল ১৭.৫ লক্ষ, সেখানে আমরা এই অর্থবর্ষে ২০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি কবিগুরুর একটি অসামান্য কবিতার উল্লেখ করে আজ শেষ করতে চাই—

"হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে
ওহে বীর হে নির্ভয়
হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে।।"

আর্থিক বিবরণী, ২০১৬-২০১৭

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০১৬ - ২০১৭ (জুন)

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০১৪-২০১৫	বাজেট, ২০১৫-২০১৬	সংশোধিত, ২০১৫-২০১৬	বাজেট, ২০১৬-২০১৭
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	(-)২২.৭৫	(-)৩.০০	(-)৩২৬.৪৩	(-)৫.০০
২।	রাজস্ব আদায়	৮৬৫১৪.২১	১১৩১০০.২২	১০৯৬৩১.৭২	১২৯৫৩০.৩৩
৩।	মূলধনখাতে আদায়	০.০০	০.০০	৬৫৩.০০	০.০০
৪।	ঋণখাতে আদায়				
	(১) সরকারী ঋণ	৫১৯০০.৬৯	৫৯৮২৫.৯৮	৬৫৪৭৫.০০	৬৭৭৫৫.৫২
	(২) ঋণ	১৭৫.৪৯	৩৯৭.৪৯	৪৬৪.১৭	৪৮৬.৫৩
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	৩৫৫৯২৯.৭৩	৩০৬৭৪০.৩২	৩৫৮৬১৬.৮৩	৩৫৭৬৫৮.৬০
	মোট	**৪৯৪৪৯৭.৩৭**	**৪৮০০৬১.০১**	**৫৩৪৫১৪.২৯**	**৫৫৫৪২৫.৯৮**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	১০৩৬৫১.৬১	১১৩১০০.২২	১১৯৩০৪.৩০	১২৯৫৩০.৩৩
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	৯৮৭৮.৬১	১৫৬২৭.৬১	১৫৯৪৬.৯০	১৯১৮৯.৮০
৮।	ঋণখাতে ব্যয়				
	(১) সরকারী ঋণ	২৮৩৮৮.২৯	৩৮৮৯৪.২১	৩৯২৫০.৬৩	৪০৬৭২.৪০
	(২) ঋণ	৫০৪.৭৭	৭৫১.৯৭	৬৭৮.১৯	৬৫২.০৬
৯।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	৩৫২৪০০.৫২	৩১১৬৯৪.০০	৩৫৯৩৩৯.২৭	৩৬৫৩৮৯.৩৯
১০।	সমাপ্তি তহবিল	(-)৩২৬.৪৩	(-)৭.০০	(-)৫.০০	(-)৮.০০
	মোট	**৪৯৪৪৯৭.৩৭**	**৪৮০০৬১.০১**	**৫৩৪৫১৪.২৯**	**৫৫৫৪২৫.৯৮**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১৪-২০১৫	বাজেট, ২০১৫-২০১৬	সংশোধিত, ২০১৫-২০১৬	বাজেট, ২০১৬-২০১৭
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (-)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)১৭১৩৭.৪০	০.০০	(-)৯৬৭২.৫৮	০.০০
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	১৬৮৩৩.৭২	(-) ৪.০০	৯৩৪১.০১	(-)৩.০০
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	(-)৩০৩.৬৮	(-)৪.০০	৩২১.৪৩	(-)৩.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	(-)৩২৬.৪৩	(-)৭.০০	(-)৫.০০	(-)৮.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/অতিরিক্ত বরাদ্দ/ অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	..
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	..
(চ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	..
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	..
(ছ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	..	..	..	..
(জ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)১৭১৩৭.৪০	০.০০	(-)৯৬৭২.৫৮	০.০০
(ঝ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)৩২৬.৪৩	(-)৭.০০	(-)৫.০০	(-)৮.০০